



সাঁকোটো দুলছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



কবি পরিচিতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মাদারিপুর জেলার মাইঝপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক, মাতা মীরা গঙ্গোপাধ্যায়। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে ‘কৃত্তিবাস’ নামক কবিতা পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তরুণ প্রজন্মের কবিদের দৃষ্টি কাড়েন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সাংবাদিক ও নিবন্ধকার। তবে পেশাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন সাংবাদিক। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি। একইসঙ্গে তিনি আধুনিক ও রোমান্টিক কবি। কবিতা ও কথাসাহিত্যে যে ভুবন তিনি রচনা করেছেন সেখানে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানবীয় প্রেমের এক অসামান্য জগৎ তৈরি হয়েছে। তিনি ‘নীললোহিত’, ‘সনাতন পাঠক’ ও ‘নীল উপাধ্যায়’ প্রভৃতি ছদ্মনামে লিখেছেন। সবমিলিয়ে তিনি দুইশ’র বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কারসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০১২ সালের ২৩ অক্টোবর কলকাতায় নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ:

- কাব্যগ্রন্থ : এক এবং কয়েকজন, আমার স্বপ্ন, জাগরণ হেমবর্ণ, দাঁড়াও সুন্দর, মন ভালো নেই, স্বর্গনগরীর চাবি, স্মৃতির শহর, হঠাৎ নীরার জন্য, রাত্রির রঁদেভু;
- উপন্যাস : অরণ্যের দিনরাত্রি, আত্মপ্রকাশ, প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই সময়, পূর্ব-পশ্চিম, প্রথম আলো;
- শিশুসাহিত্য : কাকাবাবু-সন্ত।

ভূমিকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রাত্রির রঁদেভু’ কাব্যগ্রন্থের ‘সাঁকোটো দুলছে’ কবিতাটি ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থ থেকে সম্পাদনা করে সংকলন করা হয়েছে। মানুষের জীবনে শৈশবের মধুর স্মৃতি ও বন্ধুত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েই লেখক তাঁর এই কবিতাটি রচনা করেছেন। দেশ বিভাগে লেখক তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তাঁর মনে যে এ দেশের প্রতি এবং দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাই তিনি এ কবিতাটিতে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।



উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি—

- গ্রাম-বাংলার মনোরম পরিবেশের বিবরণ দিতে পারবেন;
- হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দেশভাগের কারণে বিচ্ছিন্ন মানুষের বেদনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখে স্নিগ্ধ মনস্কাম।

পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনশুটি
বাঁশের সাঁকোটি শিশু শিল্পীর আঁকা
হেলানো বটের ডালে দোল খায় ছুটি।

এপারে ওপারে ঢিল ছুঁড়ে ডাকাডাকি
ওদিকের গ্রামে রোদ্দুর কিছু বেশি
ছায়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় ক'টি পাখি
ভরা নৌকায় গান গায় ভিনদেশি।

আমার বন্ধু আজানের সুরে জাগে
আমার দু'চোখে তখনো স্বপ্নলতা
ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে
এপারে শিশির পতনের নীরবতা।

আমার বন্ধু বহু ঝগড়ার সাথী
কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি
মার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাত পাতি
গাব গাছে উঠে সে-হাতেই কাড়াকাড়ি।

আমার বন্ধু দুনিয়াদারির রাজা
মিথ্যে কথায় জগৎ সভায় সেরা
দোষ না করেও পিঠ পেতে নেয় সাজা
আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা।

আমাদের ছুটি মন বদলের খেলা
আমাদের ছুটি অরণ্যে খোঁজাখুঁজি
আমাদের ছুটি হাসি-কান্নার বেলা
আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি।

বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে
ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধু ধু
খেলার বয়েস পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।

সাঁকোটির কথা মনে আছে, আনোয়ার?
এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার
সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোঁর কাছে।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

ইঙ্গিত– ইশারা; সঙ্কেত। **কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি**– সম্পর্কের অবস্থা বোঝানো হয়েছে; নিকটজনের সাথে নানা ধরনের মনোমালিন্য হয়ে থাকে; কথা বলতে বলতে হয়তো দু’একটি কথায় একে অপরের মাঝে মনমালিন্য হয়, অভিমান করে কথা বন্ধ রাখে, আবার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যায়– এ অবস্থা বোঝানো হয়েছে। **কুসুম**– ফুল। **খুনসুটি**– কৃত্রিম বিবাদ; কপট রাগ; রাগের ছল বা অভিমান। **পেরোলেও**– পার হলেও। **ভরা নৌকায় গান গায় ভিন দেশি**– নদীর দু’পাড়ের মানুষ যাদের চেনে না তেমন কারো নৌকা নিয়ে যাতায়াত করতে দেখছে। দেখছে তাদেরই নদী দিয়ে অন্য কোনো এলাকার বা ভিনদেশি কোনো মানুষ তার ভরা নৌকায় মনের আনন্দে গান গেয়ে চলে যাচ্ছে। **মনস্কাম**– মনের আশা; আন্তরিক কামনা; বাসনা। **মৃদু**– স্নিগ্ধ; অনুজ্জ্বল। **সহস্য**– হাস্যরস। **সাঁকো**– সেতু; পুল।



সারসংক্ষেপ :

নদীর দুই পারে স্নিগ্ধ সুন্দর দুটি গ্রাম। মাঝে বাঁশের সাঁকো। এ গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস। আর ওদিকের গ্রামে মুসলমানের। দুই গ্রামের দুটি ছেলেতে বেজায় বন্ধুত্ব। ঝগড়া-বিবাদ হয়। আবার মিটেও যায়। সারাদিন দুজনে মিলেমিশে থাকে। এক গাছের ফল ভাগ করে খায়। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে আনন্দময় দিন কাটায়। দেশভাগ দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ নিয়ে আসে। এ ঘটনা দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কেও ফাটল ধরায়। কিন্তু দূরে গেলেই মনের টান শেষ হয়ে যায় না। স্মৃতির সাঁকোটা মুছে যাওয়ার নয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সাঁকোটা দুলছে’ কবিতায় কবির বন্ধুর নাম কী?
ক. কামাল খ. আনোয়ার গ. খবিরউদ্দিন ঘ. আসলাম
 ২. ‘কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি’ বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. সম্পর্কের উষ্ণতা খ. সম্পর্কহীনতা গ. সম্পর্ক ছেড়ে দেওয়া ঘ. সম্পর্ক জুড়ে নেওয়া
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
- ‘বাংলার ভাগ করিবার পারিছ, কিন্তু দিলটারে ভাগ করবার পারো নাই।’
৩. উদ্দীপকটি ‘সাঁকোটা দুলছে’ কবিতার কোন চরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধুধু ii. আমাদের ছুটি মন বদলের খেলা
iii. এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii I iii
৪. উদ্দীপক এবং ‘সাঁকোটা দুলছে’ কবিতায় যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে–
ক. স্মৃতি খ. দেশভাগ গ. বন্ধুত্ব ঘ. সংস্কৃতি



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘সাঁকোটা দুলছে’ কবিতায় কবির বন্ধু কীসের রাজা?
ক. স্বর্গের রাজা খ. মর্ত্যের রাজা গ. দুনিয়াদারীর রাজা ঘ. পাতালের রাজা
 ৬. বন্ধুত্ব হারালে দুনিয়াটা যেমন হয়–
ক. আনন্দে ভরে ওঠে খ. বিষাদে ভরে ওঠে গ. খাঁ খাঁ করে ওঠে ঘ. কোলাহলে ভরে ওঠে
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
- টোকা দিলে ঝরে পড়বে পুরনো ধুলো
চোখের কোণায় জমা একফোঁটা জল।

৭. উদ্দীপকে ‘সাঁকোটা দুলছে’ কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?
ক. বিরহ খ. আত্মনিবেদন গ. স্মৃতি ঘ. বিস্মৃতি
৮. উদ্দীপকের অনুভব ‘সাঁকোটা দুলছে’ কবিতার যে চরণে প্রকাশ পেয়েছে—
ক. আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি। খ. আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা
গ. খেলার বয়স পেরোলেও একা ঘরে ঘ. এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার



মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে এসেছে। ‘সাঁকোটো দুলছে’ কবিতায়ও বন্ধু বন্ধুর জন্য দুঃসহ ও মর্মান্তিক পীড়নে ভুগেছে। উভয়ক্ষেত্রেই বন্ধুর জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, বন্ধুর জন্য ভালোবাসা প্রকাশের বিষয়টিতে উদ্দীপক ও ‘সাঁকোটো দুলছে’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

- ঘ. উদ্দীপক এবং ‘সাঁকোটো দুলছে’ কবিতায় মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার মৌলিক দিকটিই ফুটে উঠেছে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক বড়ই মধুর। এ সম্পর্কে হৃদয়ের অনাবিলতা থাকে। অন্তরের টান থাকে দুর্বীর। বন্ধু সহমর্মী ও হৃদয়স্পর্শী। এ সম্পর্কে ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও জাতীয়তার কোনো বালাই থাকে না। কোনো বাধার দেয়ালই বন্ধুত্বের দিলটাকে ভাগ করতে পারে না। বন্ধুদের মধ্যে কখনো আড়ি হয়। আবার চলে মন বদলের খেলা। কখনো দেখা যায় আনন্দের প্রাণপ্রবাহ, আবার কখনো কান্নার ভেলা। বিশেষ করে শৈশবের বন্ধুত্ব বড় স্মৃতিময়। শৈশবের বন্ধুদের কথা কখনো ভোলা যায় না। এককথায় বলা যায় মানুষের জীবনে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রূপ-রস ও আনন্দে ভরপুর। উদ্দীপকে গল্পকথক তার বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ের কথা বলেছে। সে ছোটবেলায় মৃত্যুঞ্জয়ের মিষ্টি সদ্যবহার করেছে। বন্ধুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে। সমাজের নির্মমতার কারণে সে প্রকাশ্যে বন্ধুকে দেখতে যেতে পারেনি। তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিকই মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এক্ষেত্রে সমাজ কিংবা ধর্ম তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অন্যদিকে ‘সাঁকোটো দুলছে’ কবিতায় আরও মর্মস্পর্শী রূপে বন্ধুত্বের বিরহ বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটিতে কবি এবং তার বন্ধু আনোয়ার বন্ধুবৃত্তের মধ্যে বসবাস করেই আনন্দের শৈশব কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু গোল বাঁধায় ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ। দু’বন্ধু দুজনের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বড় দুঃসহ এ স্মৃতি, বড় মর্মান্তিক। বড় হয়ে তাই কবির মনে পড়ে তার বন্ধুর কথা। মনে পড়ে বাড়ির পাশের নদীর উপর সেতুটির কথা। কবি বলেন, ‘এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার সাঁকোটো দুলছে, এই আমি তোর কাছে।’ তাঁর কাছে মনে হয়েছে সাঁকোটো যেন এখনো কবি ও তার বন্ধু আনোয়ারের বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে আজও দুলছে। এভাবেই কবির ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে তার বন্ধুর প্রতি। উদ্দীপকে যদিও প্রেক্ষাপটটি ভিন্ন তথাপি সেখানেও মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি গল্পকথকের অগাধ ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধুত্বের বন্ধন চিরন্তন। কোনো বাধাই বন্ধুত্বের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে না। ‘সাঁকোটো দুলছে’ কবিতায় ‘সাঁকোটো’ এমন এক বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে আছে। কবির কাছে মনে হয় সেই সাঁকোটো যেন এখনো দুলছে। এই সাঁকোটোই যেন মিলিয়ে দিতে চাইছে শৈশবের দুই বন্ধুকে। যদিও বাস্তবে এরকম ঘটনা ঘটান সম্ভাবনা নেই। উদ্দীপকেও দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধু অন্তরের হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে। বন্ধুর বিপদের সময় সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হয়েছে। সমাজ, ধর্ম কিংবা নীতিবোধ বন্ধুত্বের মানবিক সম্পর্কে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। উদ্দীপকে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও তাই ‘সাঁকোটো দুলছে’ কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় ‘বিচ্ছিন্নতা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্কই মৌলিক’ মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

অনেক দিন পরে করাচিতে শহিদ সোহরাওয়ার্দি যখন রোগ শয্যায় শায়িত তখন দিলীপ কুমারের একটি চিঠি তিনি পেয়েছিলেন। তার অনুরোধে চিঠিটা খুলে আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। দিলীপ কুমার সেই চিঠিতে শহিদের অসুস্থতার সংবাদে ব্যাখিত হয়েছিলেন। সে কথা লিখেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি তার জন্য কিছু করতে পারেন কি না। চিঠির পাঠ শেষ হলে আমি লক্ষ করলাম যে শহিদ সোহরাওয়ার্দির চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

ক ‘সাঁকোটো দুলছে’ কবিতায় কবি ও তার বন্ধু কোন গাছে উঠতেন?

খ. ‘বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।’ – বুঝিয়ে লিখুন।

গ. উদ্দীপক ও ‘সাঁকোটো দুলছে’ কবিতার বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করুন।

ঘ “সাঁকোটো দুলছে’ কবিতার বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে।” – বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. গ ৬. গ ৭. গ ৮. ঘ